বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	:	০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা ০৪.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, স্টেকহোল্ডারগণ এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে আলোচ্যসুচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসুচি-১: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে অংশীজনের (Stakeholders) অবহিতকরণ:

ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি প্রান্তিকে একটি করে মোট ০৪ (চার) টি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে। তার অংশ হিসেবে আজকের এই সভার আয়োজন। তিনি বলেন, দপ্তরসমূহের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবার মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি থেকে অভিযোগের উৎপত্তি হতে পারে। যুক্তিসংগত প্রতিকার চাওয়া য়া প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। এজন্য একটি আধুনিক প্রতিকার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তিনি এও বলেন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে প্রতিটি দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। সেবা প্রত্যাশিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে এবং প্রাপ্ত অভিযোগের আলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসুচি-২: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) অবহিতকরণ:

ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ট্রাস্টের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবার মূল্য ও সেবা প্রদানের সময়সীমা সম্পর্কে অংশীজনদেরকে (Stakeholders) অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারায় ধন্য মনে করছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য ইতোমধ্যে অনলাইনে ডাটাবেইজ ফরম পূরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। অদ্য পর্যন্ত ৬,৬৫১ জনের ডাটা সাবমিট করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডাটাবেইজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও সেবা প্রত্যাশিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অনলাইনে করার জন্য ইতোমধ্যে সফটওয়্যার তৈরীর কাজও চলছে বলে তিনি জানান। সফটওয়্যার প্রস্তুত হলে সেবা প্রতাশিগণ ঘরে বসেই আবেদন করতে পারবেন।

চলমান পাতা-০২

আলোচ্যসুচি-৩: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অংশীজনের (Stakeholders) অবহিতকরণ

ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা তথ্য অধিকার সম্পর্কে বলেন, মানধিকার, ন্যায়বিচার ও সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য অধিকার। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষার্থে রাষ্ট্রের এ উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি আরও বলেন, তথ্য হলো শক্তি। অন্যভাবেও বলা যায়, তথ্য হলো ক্ষমতা। সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ। তাই তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা সাধারণ জনগণ ক্ষমতায়িত হবে এবং এটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণের চাবি জনগণের নিকট পৌঁছে দিবে। তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অংশীজনের (Stakeholders) এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন অবহিত করা একান্ত জরুরি। প্রকাশযোগ্য তথ্য এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদানকৃত তথ্য অধিকার প্রদানের জন্য একজন তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছেন। তার নিকট আবেদন করলে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। অত:পর তিনি সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রজন্মদেরকে পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

সভায় অংশ নিয়ে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীরপ্রতীক বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে অনুষ্ঠিত আজকের এ সভায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), তথ্য অধিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। জিআরএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হয়, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে অধিকার আদায় করা যায় অথবা কিভাবে তথ্য পেতে হয় এবং প্রতিশ্রুত সেবা কিভাবে পাওয়া যায় এগুলো জানতে পেরে আমরা আমাদের অধিকার আদায় সচেষ্ট হবো।

সভায় অংশ নিয়ে মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইলিয়াস আলী'র ছেলে (প্রজন্ম) জনাব মাইনুল ইসলাম বলেন, ২০১৯-২০ সালের কল্যাণ ট্রাস্ট আর ২০২১ সালের কল্যাণ ট্রাস্ট এক নয়। বর্তমান আমুল পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যাশার চেয়ে অধিক সেবা প্রদান করছে। এজন্য তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

০৬। অত:পর বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল সেবার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(খ) কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়মিত হালনাগাদ/পরিবর্তন করে তথ্য বাতায়নে আপলোড করতে হবে;

(গ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সহজে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে;

(ঘ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে; এবং

(ঙ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে।

০২। পরিশেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (জিআরএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস এম মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

চলমান পাতা-০৩

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২১-৯৮৫২

তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ / ০৯ ডিসেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

(০২) জনাব ছালেহ আহমেদ, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(০৩) জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(০৩) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(০৪) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

(০৫) জনাব শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

(০৯) জনাব .....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। যুগ্মসচিব (সনদ, গেজেট ও প্রত্যয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৪। সচিব (উপসচিব) এর ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

০৫। অফিস কপি/গার্ড ফাই

০৯/১২/২১

(তরফদার মোঃ আক্তার জামীল)
সচিব (উপসচিব)
ও
ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (স্টেকহোল্ডাগণের) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর।

সভার তারিখ : ০৫/১২/২০২১ খ্রি: সময় : ০৪.০০ ঘটিকা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি	স্বাক্ষর
০১		
০২		
০৩		
০৪		
০৫		
০৬		
০৭		
০৮		
০৯		
১০		
১১		
১২		০৫.১২.২০২১
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		০৫/১২/২১